ন্যায় সম্মত হেত্বাভাসের স্বরূপ ও তর্কসংগ্রহে প্রদত্ত বিভিন্ন প্রকার হেত্বাভাসের বিস্তারিত আলোচনা

ন্যায় সম্মত হেত্বাভাসের স্বরূপ

- হেত্বাভাসের কোন লক্ষণ আমরা ন্যায় সূত্রে পাই না। সম্ভবতঃ হেত্বাভাস শব্দের দ্বারাই 'হেত্বাভাস' কথাটিকে বুঝতে হবে, এটাই সূত্রকারের উদ্দেশ্য ছিল। তাই সূত্রকার মহর্ষি গৌতম হেত্বাভাসের কোন সামান্য লক্ষণ না দিয়ে সরাসরি বিভাগ সূত্রের আলোচনা করেছেন। হেত্বাভাসের দ্বিবিধ অর্থের প্রথম অর্থটি যে ন্যায় সূত্রকার গ্রহণ করেছেন তা বোঝা যায় তাঁর প্রবর্তিত ন্যায়সূত্র গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের চতুর্থ সূত্রে উল্লিখিত হেত্বাভাস গুলির নামকরণ থেকে। যদি তিনি দ্বিতীয় অর্থে হেত্বাভাস কথাটিকে গ্রহণ করতেন তাহলে হেত্বাভাস গুলির নাম হত, ব্যভিচার, বিরোধ, প্রকরণসম বা সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধি ও বাধ। প্রথম অর্থটিকেই যে সূত্রকার গ্রহণ করেছেন তা আরো বোঝা যায়, যখন তাঁর ঐ সূত্রের ভাষ্য দিতে গিয়ে ভাষ্যকার বাৎসায়ন বলেন, ''হেতুলক্ষণাভাবাদহেতবো হেতুসামান্যাৎ হেতুবদাভাসমানাঃ''।।ভাষ্য।। অর্থাৎ সদ্ধেতুর সমস্ত বৈশিষ্ট্য (পঞ্চরূপ) না থাকায় অথবা বলতে পারি কোন কোন বৈশিষ্ট্য উপস্থিত থেকে, কোন কোন বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত থাকার জন্য তা (সৎ) হেতুর সদৃশ, কিন্তু প্রকৃত হেতু নয়, তাই হেত্বাভাস।

ন্যায় সম্মত হেত্বাভাসের স্বরূপ

- ভাষ্যকারের বক্তব্যের তাৎপর্য এই যে, হেত্বাভাস শব্দের দ্বিবিধ অর্থের প্রথম অর্থ - ‘হেতুবদাভাসন্তে’ অর্থাৎ যে সমস্ত পদার্থ হেতু নয়, কিন্তু হেতুর সাথে সাদৃশ্য থাকার জন্য হেতুর ন্যায় উপলব্ধ হয়, এরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে দুষ্ট হেতুকে বুঝতে হবে। ব্যভিচারাদি কোন দোষ বিশিষ্ট হেতুকে দুষ্ট হেতু বলা হয় । কারণ তাতে হেতুর সমস্ত লক্ষণ থাকে না। ফলে তা প্রকৃত হেতুও হবে না। আর এই উদ্দেশ্যেই ভাষ্যকার প্রথমে বলেন, ‘‘হেতুলক্ষণাভাবাদহেতবঃ।’’ কিন্তু পরে বলেন, ‘‘হেতুসামান্যাদ্ধেতুবদভাসমানাঃ’’ অর্থাৎ তা হেত্বাভাস হবে যদি তাতে প্রকৃত হেতুর সামান্য বা সাদৃশ্য থাকে। বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর এই হেতুর সামান্য বা সাদৃশ্যের কথা তুলে ধরতে গিয়ে বলেন, প্রতিজ্ঞাবাক্যের পর যেমন প্রকৃত হেতুর প্রয়োগ হয় তেমনি দুষ্ট হেতু বা হেত্বাভাসেরও প্রয়োগ হতে পারে - সংক্ষেপে ইহাই হেতুর সাদৃশ্য। পরে তিনি আরো বলেন যে, দুষ্ট হেতুতেও প্রকৃত হেতুর কোন কোন বৈশিষ্ট্য থাকায় তাও হেতু ও হেত্বাভাসের সাদৃশ্য। তবে প্রচীন নৈয়ায়িকদের মতে, প্রকৃত হেতুর কোন বৈশিষ্ট্যই না থাকলে তা হেতু সদৃশও হবে না, তাকে হেত্বাভাসও বলা যাবে না।

ন্যায় সম্মত হেত্বাভাসের স্বরূপ

- এই উদ্দেশ্যেই বরদরাজ তাঁর তার্কিকরক্ষা গ্রন্থে বলেন,

  - ‘‘হেতোঃ কেনাপি রূপেণ রহিতাঃ কৈশ্চিদন্বিতাঃ ।
  - হেত্বাভাসাঃ পঞ্চধা তে গৌতমেন প্রপঞ্চিতাঃ ।।’’

- অর্থাৎ হেতুর কোন কোন বৈশিষ্ট্যের অনুপস্থিতি ও কোন কোন বৈশিষ্ট্যের উপস্থিতি বশতঃ তাকে হেত্বাভাস বলা হয় এবং এই হেত্বাভাস গৌতম প্রবর্তিত পাঁচ প্রকার হেত্বাভাস।

ন্যায় সম্মত হেত্বাভাসের স্বরূপ

- পরবর্তী নৈয়ায়িকদের বক্তব্য থেকেও এই যুক্তির সমর্থন পাওয়া যায়। তাঁরা যখন প্রকৃত হেতুর কোন্ ধর্মের অভাবে কি হেত্বাভাস হয়, অর্থাৎ এক্ষেত্রেও অসদ্ধেতুতে সদ্ধেতুর কোন কোন বৈশিষ্ট্য উপস্থিত থেকে কোন কোন বৈশিষ্ট্য অনুপস্থিত থাকার জন্য তা সদ্ধেতুর সদৃশ হয় অথচ তা হেত্বাভাস, তার ব্যাখ্যা দেন। তাঁরা বলেন, যে পঞ্চবিধ বৈশিষ্ট্য থাকলে পরে হেতু সৎ বা অনুমাপক হয়, তন্মধ্যে পক্ষসত্ত্বের অভাবে সাধ্যসম বা অসিদ্ধ হেত্বাভাস, সপক্ষসত্ত্বের অভাবে বিরুদ্ধ হেত্বাভাস, বিপক্ষাসত্ত্বের অভাবে অনৈকান্তিক বা সব্যভিচার হেত্বাভাস, অসৎপ্রতিপক্ষত্বের অভাবে প্রকরণসম বা সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস এবং অবাধিতত্বের অভাবে কালাতীত বা বাধিত হেত্বাভাস হয়। উপরোক্ত ব্যাখ্যা গুলি থেকে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, প্রাচীন নৈয়ায়িকগণ দুষ্ট হেতু অর্থে হেত্বাভাস কথাটিকে গ্রহণ করেছিলেন।

ন্যায় সম্মত হেত্বাভাসের স্বরূপ

- ন্যায়ভূষণ গ্রন্থে হেত্বাভাসের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ‘‘হেতুলক্ষণরহিতা হেতুবদবভাসমানা হেত্বাভাসাঃ’’ অর্থাৎ যে পদার্থ হেতুর ন্যায় দেখতে কিন্তু তাতে হেতুর লক্ষণের অভাব আছে তাকে হেত্বাভাস বলে। ন্যায়সার গ্রন্থে ভাসর্বজ্ঞ ও হেত্বাভাসের একই লক্ষণ দিয়েছেন। এঁরা উভয়েই হেত্বাভাস শব্দের প্রথম অর্থ গ্রহণ করে হেত্বাভাসের লক্ষণ দিয়েছেন। ন্যায়মঞ্জরী গ্রন্থে জয়ন্ত ভট্ট যেভাবে প্রকৃত হেতুর পাঁচটি লক্ষণ স্বীকার করে কোন লক্ষণের অভাবে কি হেত্বাভাস হয় তার আলোচনা করেছেন, তাতে করে বোঝা যায় তিনিও দুষ্ট হেতু অর্থে হেত্বাভাস কথাটিকে গ্রহণ করেছেন।

যদিও নব্য নৈয়ায়িকগণ কিন্তু দুটি অর্থেই হেত্বাভাস কথাটিকে গ্রহণ করেছেন - প্রথম অর্থটিকে গ্রহণ করে তাঁরা হেত্বাভাস গুলির নামকরণ করেছেন সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধ, ও বাধিত হেত্বাভাস। কিন্তু তাঁরা যেভাবে হেত্বাভাস এর লক্ষণ দিয়েছেন, তা থেকে বোঝা যায় তাঁরা হেতুর দোষ অর্থেও হেত্বাভাস কথাটিকে গ্রহণ করেছেন। এই মতে হেতুর এই দোষগুলি যে হেতুতে থাকবে, সেই হেতু সেই হেত্বাভাস হবে। যেমন ব্যভিচার দোষ যে হেতুতে থাকবে সেই হেতু সব্যভিচার হেত্বাভাস। তেমনি বিরোধ দোষ থেকে বিরুদ্ধ হেত্বাভাস, সৎপ্রতিপক্ষ দোষ থেকে সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস, অসিদ্ধি দোষ থেকে অসিদ্ধ হেত্বাভাস এবং বাধ দোষ থেকে বাধিত হেত্বাভাস হবে।

অন্নংভট্ট সম্মত হেত্বাভাসের স্বরূপ ব্যাখ্যা :-

- ন্যায়মতে যে হেতু অনুমানের প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করতে পারেনা, সে হেতু দোষযুক্ত। দোষযুক্ত হেতুই অসদ্ধেতু। অসদ্ধেতুই হেত্বাভাস। 'হেত্বাভাস' শব্দটির **দ্বিবিধ অর্থ। প্রথম অর্থে** দুষ্ট হেতু বা দোষ বিশিষ্ট হেতুকে বোঝায় এবং **দ্বিতীয় অর্থে** হেতুর দোষকে বোঝায়। দুষ্ট হেতু প্রসঙ্গে ন্যায় শাস্ত্রে বলা হয়েছে, ''হেতুবদ্ আভাসন্তে যে, তে হেত্বাভাসাঃ'' বা হেতুবৎ আভাসতে হেতুবৎ প্রতীয়তে যঃ, ন তু বস্তুতঃ হেতুঃ। অর্থাৎ যা হেতুর মতো প্রতীয়মান বা হেতুর মতো মনে হয়, কিন্তু যাতে হেতুর প্রকৃত ধর্মের সবগুলি নাই, তা হেত্বাভাস। আবার হেতুর দোষ বলতে বোঝায়, ''আভাসন্তে ইতি আভাসাঃ, হেতোঃ আভাসাঃ হেত্বাভাসাঃ'' বা হেতোরাভাসাঃ হেত্বাভাসাঃ - অর্থাৎ হেতুর আভাস বা দোষকে হেত্বাভাস বলে।

অন্নংভট্ট সম্মত হেত্বাভাসের স্বরূপ ব্যাখ্যা :-

- তর্কসংগ্রহ তথা দীপিকাটীকার রচয়িতা অন্নংভট্ট তাঁর তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে হেত্বাভাসের সরাসরি কোন লক্ষণ না দিয়ে বলেন, ‘‘সব্যভিচারবিরুদ্ধসৎপ্রতিপক্ষাসিদ্ধবাধিতাঃ পঞ্চ হেত্বাভাসাঃ’’- (তর্কসংগ্রহ-অন্নংভট্ট) অর্থাৎ সব্যভিচার-বিরুদ্ধ-সৎপ্রতিপক্ষ-অসিদ্ধ ও বাধিত এই পাঁচ প্রকার হেত্বাভাস ।
- তবে অন্নংভট্ট তাঁর দীপিকাটীকায় হেত্বাভাসের একটি যথার্থ লক্ষণ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। এটি কিন্তু হেতুগত দোষের লক্ষণ। হেতু দোষের স্বরূপ জানলে যেমন দুষ্ট হেতুকে জানা যায়, তেমনি দুষ্ট হেতুর নামকরণ করতেও কোন সমস্যা হয় না। তিনি বলেন, ‘‘অনুমিতিপ্রতিবন্ধকযথার্থজ্ঞানবিষয়ত্বং হেত্বাভাসত্বম্’’ - অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয় যে যথার্থজ্ঞান সেই জ্ঞানের বিষয়কে হেত্বাভাস বলে।

অন্নংভট্ট সম্মত হেত্বাভাসের স্বরূপ ব্যাখ্যা :-

- এখন অন্নংভট্ট প্রদত্ত হেত্বাভাসের উক্ত লক্ষণটির ক্ষেত্রে একটি আপত্তি লক্ষ্য করা যায়। আপত্তিটি হল হেত্বাভাসের উক্ত লক্ষণটি একটি সামান্য লক্ষণ হওয়ায় নৈয়ায়িক স্বীকৃত সকল হেত্বাভাসে লক্ষণটি প্রযোজ্য হওয়ার কথা। কিন্তু লক্ষণের অর্থ উপরোক্তভাবে গ্রহণ করলে লক্ষণে অব্যাপ্তি দোষ দেখা দেবে। কারণ অনুমিতির প্রতিবন্ধক যথার্থজ্ঞান যার বিষয়কে হেত্বাভাস বলে, তা কেবল সৎপ্রতিপক্ষ ও বাধিত হেত্বাভাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। কারণ সৎপ্রতিপক্ষ ও বাধের যথার্থ জ্ঞানের বিষয় (সৎপ্রতিপক্ষ ও বাধ) অনুমিতির সাক্ষাৎ প্রতিবন্ধক হওয়ায় এরা হেত্বাভাস। কিন্তু ব্যভিচারাদি বাকি তিনটি হেত্বাভাসের যথার্থ জ্ঞান সাক্ষাৎভাবে অনুমিতির প্রতিবন্ধক না হওয়ায় সকল লক্ষ্যে লক্ষণটি না যাওয়ায় লক্ষণের অব্যাপ্তি দোষ হয়।

অন্নংভট্ট সম্মত হেত্বাভাসের স্বরূপ ব্যাখ্যা :-

- উক্ত সমস্যার সমাধানে বলা হয়েছে, লক্ষণে প্রদত্ত ‘অনুমিতি’ পদটির যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ না করে লাক্ষণিক অর্থে (অজহৎস্বার্থ লক্ষণা)* গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ ‘অনুমিতি’ পদে অনুমিতি এবং অনুমিতির করণ পরামর্শকেও ধরতে হবে। ফলকথা লক্ষণের অর্থ হবে অনুমিতি বা
- অনুমিতির করণের প্রতিবন্ধক যথার্থ জ্ঞানের বিষয়ই হেত্বাভাস। ফলে লক্ষণে আর কোন অব্যাপ্তি দোষ থাকবে না। কারণ ব্যভিচার, বিরোধ ও অসিদ্ধির জ্ঞান সাক্ষাৎভাবে অনুমিতির প্রতিবন্ধক না হলেও অনুমিতির করণ পরামর্শের প্রতিবন্ধক হয়ে পরম্পরাক্রমে অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়। আর ঐ জ্ঞানের বিষয় হওয়ায় ব্যভিচারাদিতে হেত্বাভাসের লক্ষণ সমন্বয় হয়ে যায়।

অন্নংভট্ট সম্মত হেত্বাভাসের স্বরূপ ব্যাখ্যা :-

- [* লক্ষণা এক প্রকার শব্দবৃত্তি। এই লক্ষণা তিন প্রকার। জহল্লক্ষণা, অজহল্লক্ষণা ও জহদজহল্লক্ষণা। এর মধ্যে অজহল্লক্ষণার লক্ষণ দিতে গিয়ে অন্নংভট্ট দীপিকাতে বলেন, যত্র বাচ্যার্থস্যাপ্যন্বয়ঃ তত্র অজহদিতি। যথা ছত্রিণো গচ্ছন্তি। অর্থাৎ যে স্থলে সন্নিহিত পদের শক্যার্থ ও ভিন্ন অর্থ উভয় অর্থ অন্বিত হয়, সে স্থলে সন্নিহিত পদের শক্যার্থ ও ভিন্ন অর্থ উভয় অর্থই অন্বিত হয়, সে স্থলে বাচ্যার্থের সাথে ভিন্ন অর্থের উপস্থিতির জন্য যে লক্ষণা তা অজহল্লক্ষণা। যেমন কোন ব্যক্তি ছত্রী, রথ, হস্তী, অশ্বাদি ঘটিত একদল সেনাকে যুদ্ধে যেতে দেখে বললেন - ছত্রিণো গচ্ছন্তি। এস্থলে ছত্রিপদ শক্তি দ্বারা ছত্রধারী পুরুষকে উপস্থিত করলে যদিও তাতে গচ্ছন্তি বাক্যের অর্থ গমনানুকুল কৃতির অন্বয়ে কোন বাধা নাই, তথাপি বক্তার তাৎপর্য উপপন্ন হচ্ছেনা বুঝে শ্রোতার ছত্রি পদে একসার্থবাহিত্বরূপে ছত্রী ও অছত্রী সমুদায়ে বা একদলে যে লক্ষণা তাকেই অজহল্লক্ষণা বলে। উক্ত অনুমিতি পদেও তাই বুঝতে হবে।]

অন্নংভট্ট সম্মত হেত্বাভাসের স্বরূপ ব্যাখ্যা :-

- ন্যায় মতে, একটি যথার্থ কারণ একটি যথার্থ কার্য উৎপন্ন করে যদি না তাতে কোন প্রতিবন্ধক থাকে। কিন্তু যদি কারণে কোন প্রতিবন্ধক থাকে তাহলে একটি যথার্থ কারণও কোন কার্য উৎপন্ন করতে পারে না। অনুমিতির কারণ পক্ষধর্মতাজ্ঞান ও ব্যাপ্তিজ্ঞান। এই দুটি কারণ যথাযথভাবে উপস্থিত থাকলে অনুমিতিরূপ কার্য উৎপন্ন হতে কোন সমস্যা হয় না। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায়, অনুমিতির ঐ সকল যথার্থ কারণ সামগ্রী উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও অনুমিতি উৎপন্ন হয় না, কারণ অনুমিতিরূপ কার্যের প্রতিবন্ধকের যথার্থ জ্ঞান থাকায় (পক্ষধর্মতাজ্ঞান ও ব্যাপ্তিজ্ঞান) অনুমিতি উৎপন্ন করতে পারে না। যেমন আমরা জানি ‘বহ্নি উষ্ণ’। কিন্তু যদি এক্ষেত্রে বলা হয় ‘বহ্নি অনুষ্ণ দ্রব্যত্বাৎ’। এই অনুমিতির পক্ষ বহ্নিতে হেতু দ্রব্যত্ব বিদ্যমান থাকায় পক্ষধর্মতা জ্ঞান আছে। ইহা এই অনুমিতির কারণ। কিন্তু কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও ‘বহ্নি উষ্ণ’ এই বাধজ্ঞানরূপ প্রতিবন্ধক থাকার জন্য ‘বহ্নি অনুষ্ণ’ এই অনুমিতি উৎপন্ন হবে না। ‘বহ্নি অনুষ্ণ দ্রব্যত্বাৎ’ - এই অনুমিতির প্রতিবন্ধক যথার্থ জ্ঞান হল প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞান ‘বহ্নি উষ্ণ’ এই বাধজ্ঞান। বাধজ্ঞানের বিষয় বাধ। অতএব বাধ একটি হেত্বাভাস।

অন্নংভট্ট সম্মত হেত্বাভাসের স্বরূপ ব্যাখ্যা :-

- অথবা যদি অনুমিতি হয় ‘হ্রদো বহ্নিমান্’ - তাহলে এই অনুমিতির প্রতি ‘বহ্ন্যভাববান্ হ্রদঃ’ এরূপ যথার্থ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান প্রতিবন্ধক হবে। ‘বহ্ন্যভাববান্ হ্রদঃ’ যদি এরূপ যথার্থ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান থাকে তাহলে ‘হ্রদো বহ্নিমান্’ এরূপ অনুমিতি উৎপন্ন হতে পারেনা। অতএব এই জ্ঞান অনুমিতির প্রতিবন্ধক এবং এই জ্ঞানের বিষয়ই হেত্বাভাস।
- সুতরাং হেত্বাভাসের নিষ্কৃষ্ট লক্ষণ হল, যে পদার্থটি অনুমিতি ও তার করণ এর প্রতিবন্ধক, সেই প্রতিবন্ধকের যথার্থ জ্ঞানের বিষয়ই হেতু দোষ। এগুলি পাঁচ প্রকার। এই দোষগুলি কোন সম্বন্ধে হেতুতে থাকলে হেতুটি দুষ্ট হয়। অর্থাৎ যদিও অন্নংভট্ট দীপিকা টীকাতে হেতু দোষের লক্ষণ দিয়েছেন, তাহলেও লক্ষণটি দুষ্ট হেতুকেও বোঝায়।

অন্নংভট্ট সম্মত হেত্বাভাসের স্বরূপ ব্যাখ্যা :-

- অন্নংভট্ট বিশেষ তাৎপর্যার্থে লক্ষণে ‘যথার্থ’ পদটির সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। যদি লক্ষণে ‘যথার্থ’ পদটি না থাকত অর্থাৎ যদি লক্ষণটি হত ‘অনুমিতিপ্রতিবন্ধক- জ্ঞানবিষয়ত্বং হেত্বাভাসত্বম্’ (অনুমিতির প্রতিবন্ধক যে জ্ঞান সেই জ্ঞানের বিষয়ই হেত্বাভাস।) - তবে লক্ষণটি অতিব্যাপ্তি দোষে দুষ্ট হত। কারণ ‘পর্বতো বহ্নিমান্’ এই অনুমিতিতে ‘পর্বতো বহ্ন্যভাববান্’ - এরূপ ভ্রমাত্মক নিশ্চয় জ্ঞানের বিষয় ‘পর্বতো বহ্ন্যভাববান্’ - এই বিষয়ে অতিব্যাপ্তি হয়ে যাবে। ‘পর্বতঃ বহ্নিমান্’ এটি একটি সদ্ধেতুক অনুমিতি। এরূপ অনুমিতিতে ‘‘পর্বতো বহ্ন্যভাববান্’’ - এরূপ ভ্রমাত্মক নিশ্চয় জ্ঞানের অভাব ‘পর্বতঃ বহ্নিমান্’ এই অনুমিতির করণ হয়। কিন্তু ‘পর্বতো বহ্ন্যভাববান্’ এই জ্ঞানটি নিশ্চয়াত্মক হলেও ভ্রান্ত। কারণ ন্যায়মতে পর্বত বহ্নি বিশিষ্টই হয়। ফলে লক্ষণে ‘যথার্থ’ এই বিশেষণটি না থাকলে এই ভ্রান্ত জ্ঞানের বিষয় ‘পর্বতো বহ্ন্যভাববান্’ হেত্বাভাস বলে পরিগণিত হবে। এই ভ্রান্ত জ্ঞানের বিষয়ে হেত্বাভাস লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হবে। তাই অন্নংভট্ট বলেন, অনুমিতির প্রতিবন্ধক যে জ্ঞান যাকে হেত্বাভাস বলা হবে তা ভ্রম জ্ঞান হলে চলবে না, তাকে যথার্থজ্ঞান হতে হবে।

তর্কসংগ্রহে প্রদত্ত বিভিন্ন প্রকার হেত্বাভাস

- তর্কসংগ্রহকার অন্নংভট্ট তাঁর গ্রন্থে হেত্বাভাসের পাঁচ প্রকার বিভাগসহ প্রতিটি বিভাগের দৃষ্টান্ত সহকারে যেভাবে আলোচনা করেছেন তা আমি এই অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত আকারে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি।
- তিনি তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে বলেন, ‘সব্যভিচারবিরুদ্ধসৎপ্রতিপক্ষাসিদ্ধবাধিতাঃ পঞ্চ হেত্বাভাসাঃ’ অর্থাৎ সব্যভিচার, বিরুদ্ধ, সৎপ্রতিপক্ষ, অসিদ্ধ ও বাধিত নামক পাঁচ প্রকার হেত্বাভাস।

তর্কসংগ্রহে প্রদত্ত বিভিন্ন প্রকার হেত্বাভাস

- **সব্যভিচার হেত্বাভাস :-** সব্যভিচার হেত্বাভাসের লক্ষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'সব্যভিচার অনৈকান্তিকঃ'। অর্থাৎ যে হেতু একতর পক্ষে বিদ্যমান নয় সপক্ষেও থাকে আবার বিপক্ষেও থাকে সেই হেতু অনৈকান্তিক। এই হেতু ব্যভিচার দোষযুক্ত হওয়ায় এই হেতুকে সব্যভিচার হেত্বাভাস বলে। যেমন 'পর্বতঃ ধূমবান্ বহ্নেঃ' অর্থাৎ পর্বতটি ধূম বিশিষ্ট, যেহেতু বহ্নি আছে। এই অনুমিতির 'বহ্নিত্ব' হেতুটি যেমন নিশ্চিত সাধ্যাধিকরণ মহানসাদিতে থাকে, তেমনি সাধ্যাভাবাধিকরণ অয়োগোলকাদিতেও থাকে। ফলে হেতুটি অনৈকান্তিক হওয়ায় সব্যভিচার হেত্বাভাস। অন্নংভট্টের মতে এই হেত্বাভাস সাধারণ, অসাধারণ ও অনুপসংহারী ভেদে তিন প্রকার।

তর্কসংগ্রহে প্রদত্ত বিভিন্ন প্রকার হেত্বাভাস

- সাধারণ সব্যভিচার হেত্বাভাস :- অন্নংভট্টের মতে যে হেতু সাধ্যের অভাবের অধিকরণে বিদ্যমান থাকে সেই হেতু সাধারণ সব্যভিচার হেত্বাভাস। (সাধ্যাভাবাবদ্‌বৃত্তিঃ সাধারণ অনৈকান্তিকঃ)। যেমন 'পর্বতঃ বহ্নিমান্ প্রমেয়ত্বাৎ' অর্থাৎ পর্বতটি বহ্নিমান্, যেহেতু প্রমেয়ত্ব আছে। প্রমেয়ত্ব বলতে প্রমার বিষয়ত্বকে বোঝায়। প্রমেয়ত্ব হেতুটি সাধ্য বহ্নির অভাবের অধিকরণ জলাশয়াদিতে বিদ্যমান থাকায় সাধ্যাভাববদ্ বৃত্তি হয়। তাই এই হেতু সাধারণ সব্যভিচার হেত্বাভাস।

তর্কসংগ্রহে প্রদত্ত বিভিন্ন প্রকার হেত্বাভাস

- অসাধারণ সব্যভিচার হেত্বাভাস :- যে হেতু কেবল পক্ষে থাকে, কিন্তু কোন সপক্ষ বা বিপক্ষে থাকে না সেই হেতু অসাধারণ সব্যভিচার হেত্বাভাস(সর্ব সপক্ষ[বিপক্ষ] ব্যাবৃত্তঃ পক্ষমাত্রবৃত্তিঃ অসাধারণঃ)। অন্নংভট্ট এই হেত্বাভাসের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়ে বলেন, 'শব্দঃ নিত্যঃ শব্দত্বাৎ' অর্থাৎ শব্দ নিত্য, যেহেতু শব্দত্ব আছে। এখন শব্দত্ব হেতুটি কেবল শব্দরূপ পক্ষে থাকে কিন্তু সপক্ষ আকাশাদি কোন নিত্য পদার্থে এবং বিপক্ষ ঘট, পটাদি কোন অনিত্য পদার্থে না থাকায় শব্দত্ব হেতু অসাধারণ সব্যভিচার হেত্বাভাস।

তর্কসংগ্রহে প্রদত্ত বিভিন্ন প্রকার হেত্বাভাস

- তর্কসংগ্রহকার অন্নংভট্ট তাঁর তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে অনুপসংহারী হেত্বাভাসের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেন, 'অন্বয়ব্যতিরেকদৃষ্টান্তরহিতঃ অনুপসংহারী'। অর্থাৎ যে হেতুর অন্বয় ও ব্যতিরেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না সেই হেতু অনুপসংহারী হেত্বাভাস। যেমন 'সর্বম্ অনিত্যং প্রমেয়ত্বাৎ' - এই অনুমিতির প্রমেয়ত্ব হেতুটির যেমন অন্বয় ব্যাপ্তি সম্ভব নয়, তেমনি ব্যতিরেক ব্যাপ্তিও সম্ভব নয়। যেহেতু উক্ত ব্যাপ্তিদ্বয়ের কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া সম্ভব নয়। দৃষ্টান্ত ব্যতিরেকে ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এই অনুমানের পক্ষ হিসাবে যে পদটি (সর্বম্) দেওয়া হয়েছে তা সর্বগ্রাসী। জগতের সকল পদার্থই তার অন্তর্গত হওয়ায় কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে না। তাই উক্ত হেতু অনুপসংহারী হেত্বাভাস।

তর্কসংগ্রহে প্রদত্ত বিভিন্ন প্রকার হেত্বাভাস

বিরুদ্ধ হেত্বাভাস :- অন্নংভট্ট বিরুদ্ধ হেত্বাভাসের আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, 'সাধ্যাভাবব্যাপ্তোহেতুর্বিরুদ্ধঃ' - সাধ্যের অভাবের দ্বারা ব্যাপ্য হেতুকে বিরুদ্ধ হেত্বাভাস বলে। সদ্ধেতু সর্বদাই সাধ্যের ব্যাপ্য হয়, কখনই সাধ্যাভাবের ব্যাপ্য হয় না। কিন্তু যদি কোন হেতুর ক্ষেত্রে এরূপ ঘটে তাহলে সে হেতু উক্ত হেত্বাভাস হবে। তবে এই জাতীয় হেতুও ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। ফলে এই জাতীয় হেত্বাভাস ব্যাপ্তি জ্ঞান তথা পরামর্শের প্রতিবন্ধক হয়ে অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়। যেমন 'শব্দঃ নিত্য উৎপত্তিমত্বাৎ' - শব্দ নিত্য, যেহেতু শব্দ উৎপন্ন হয়। এই অনুমিতিতে ব্যবহৃত হেতুটি (উৎপত্তিমত্ব)সাধ্য নিত্যত্বের ব্যাপ্য না হয়ে সাধ্যাভাব অনিত্যত্বেরই ব্যাপ্য হয়। কারণ যা উৎপন্ন হয় অর্থাৎ কার্য পদার্থ তা নিত্য না হয়ে অনিত্যই হয়। ফলে যেখানেই উৎপত্তিমত্ব সেখানেই অনিত্যত্ব এরকম ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠিত হলে কোন সমস্যা হয় না। কিন্তু অনিত্যত্ব উক্ত অনুমিতির সাধ্য নয় তা সাধ্যাভাব। তাই সাধ্যাভাবের সাথে উৎপত্তিমত্বের ব্যাপ্তি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় উক্ত হেতু বিরুদ্ধ হেত্বাভাস।

তর্কসংগ্রহে প্রদত্ত বিভিন্ন প্রকার হেত্বাভাস

- **সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস :-** নব্য নৈয়ায়িক অন্নংভট্টের মতে, সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাসের নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান সাক্ষাৎভাবে অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়। এই প্রসঙ্গে তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'সাধ্যাভাবসাধকং হেত্বন্তরং যস্য স সৎপ্রতিপক্ষঃ'। সাধ্যের অভাব সাধক ভিন্ন একটি হেতুকে সৎপ্রতিপক্ষ হেত্বাভাস বলে।
- যেমন 'শব্দঃ নিত্যঃ শ্রাবণত্ববান্ শব্দত্ববৎ' শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দত্ব গৃহীত হয় বলে তা যেমন নিত্য, তেমনি শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা শব্দ গৃহীত হয় বলে শব্দও নিত্য। বাদিপক্ষের এই বাক্য শুনে প্রতিবাদী তখন বললেন 'শব্দঃ অনিত্যঃ কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ', কার্য পদার্থ হওয়ার জন্য ঘট যেমন অনিত্য তেমনি উৎপত্তিমান বা কার্য পদার্থ হওয়ার জন্য শব্দও অনিত্যই হবে। নিত্যত্ব সাধক শ্রাবণত্ব ও অনিত্যত্ব সাধক কার্যত্ব পরস্পর বিরোধী হওয়ায় পরস্পরের অনুমিতির প্রতিবন্ধক হবে। প্রকৃতপক্ষে, বাদীর নিত্যত্বব্যাপ্য শ্রাবণত্ববান শব্দ এরূপ পরামর্শের জ্ঞান দ্বারা প্রতিবাদীর অনিত্যত্বব্যাপ্য কার্যত্ববান শব্দ এরূপ পরামর্শ জ্ঞান বাধিত হয়ে সাধ্যানুমিতির প্রতিবন্ধক হয়। বিপরীতক্রমে প্রতিবাদীর পরামর্শ জ্ঞান ও বাদীর পরামর্শের বাধক হয়ে অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়। ফলতঃ উভয় পক্ষের পরামর্শ জ্ঞান পরস্পরের পরামর্শের প্রতিবন্ধক হওয়ায় কোন পক্ষেতেই অনুমিতি সিদ্ধ হবে না।

তর্কসংগ্রহে প্রদত্ত বিভিন্ন প্রকার হেত্বাভাস

- **অসিদ্ধ হেত্বাভাস :-** অন্নংভট্ট কিন্তু সাক্ষাৎভাবে অসিদ্ধ হেত্বাভাসের কোন লক্ষণ না দিয়েই তার বিভাগ সূত্রের আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন, 'অসিদ্ধস্ত্রিবিধঃ-আশ্রয়াসিদ্ধঃ স্বরূপাসিদ্ধো ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধশ্চেতি' অর্থাৎ অসিদ্ধ হেত্বাভাস আশ্রয়াসিদ্ধ, স্বরূপাসিদ্ধ ও ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ ভেদে তিন প্রকার। সম্ভবতঃ তিনি 'অসিদ্ধ' এই শব্দের দ্বারা লক্ষণটিকে বুঝে নেবার ইঙ্গিত দিয়েছেন। অসিদ্ধ বলতে, যা সিদ্ধ নয় বা যার কোন জ্ঞান হয় না বা যার বাস্তব অস্তিত্ব নেই ইত্যাদি বোঝায়। এরকম কোন হেতুর দ্বারা পক্ষেতে সাধ্যের সাধন করতে গেলে হেতুটি সাধ্যের মতো অসিদ্ধ হওয়ায় ঐ হেতুর ব্যাপ্তি জ্ঞানাভাবে পরামর্শ বিহনে অনুমিতি হবে না। তবে এই হেত্বাভাস সাক্ষাৎভাবে অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয় না।

তর্কসংগ্রহে প্রদত্ত বিভিন্ন প্রকার হেত্বাভাস

- তর্কসংগ্রহকার আশ্রয়াসিদ্ধ হেত্বাভাসের ও কোন লক্ষণ দেননি। তবে নামকরণের দ্বারা হেত্বাভাসটিকে বুঝে নিতে কোন অসুবিধা হয় না। যে হেতুর আশ্রয়টাই অসিদ্ধ বা পূর্বজ্ঞাত নয়, বা যে হেতুর কোন বাস্তব অস্তিত্ব নাই, সেরকম কোন হেতুর দ্বারা পক্ষেতে সাধ্যের সাধন করতে গেলে, পক্ষধর্মতা জ্ঞানাভাবে পরামর্শ জ্ঞান (ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতাজ্ঞান) হবে না। যেমন ‘গগনারবিন্দং সুরভি, অরবিন্দত্বাৎ’- এই অনুমিতির পক্ষ গগনারবিন্দ অসিদ্ধ হওয়ায় পক্ষধর্মতা জ্ঞানের অভাবে পরামর্শ জ্ঞান (সুরভিত্বব্যাপ্য অরবিন্দত্ববান্ গগনারবিন্দবৎ) ও হবে না। ফলে অনুমিতি ও সম্ভব নয়।

তর্কসংগ্রহে প্রদত্ত বিভিন্ন প্রকার হেত্বাভাস

- অসিদ্ধ হেত্বভাসের দ্বিতীয় প্রকার সম্পর্কে ও অন্নংভট্ট কোন লক্ষণ দেন নি। তিনি তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে স্বরূপাসিদ্ধ হেত্বাভাসের কেবল একটি উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন, স্বরূপাসিদ্ধো যথা - 'শব্দঃ অনিত্যঃ চাক্ষুষত্বাৎ রূপবৎ ইতি'। এই উদাহরণের দ্বারা তিনি বলতে চেয়েছেন, যে হেতুটি স্বরূপতঃ পক্ষে থাকেনা, সেই হেতু স্বরূপাসিদ্ধ হেত্বাভাস। উক্ত অনুমিতিতে চাক্ষুষত্ব হেতুটি চক্ষুতে থাকলেও শব্দরূপ পক্ষেতে স্বরূপত না থাকায় পক্ষধর্মতা জ্ঞানাভাবে অনুমিতি হবে না। তাই চাক্ষুষত্ব হেতুটি স্বরূপাসিদ্ধ হেত্বাভাস।

তর্কসংগ্রহে প্রদত্ত বিভিন্ন প্রকার হেত্বাভাস

- অন্নংভট্ট ন্যায়কুসুমাঞ্জলীকার উদয়নাচার্যের অনুসরণে সোপাধিক হেতুকে ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হেত্বাভাস বলেছেন। তিনি তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে এই প্রসঙ্গে বলেন, 'সোপাধিকো হেতুর্ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ' অর্থাৎ উপাধিযুক্ত হেতু ব্যাপ্যত্বাসিদ্ধ হেত্বাভাস। ন্যায়মতে, ব্যাপ্তি সম্পর্ক নিয়ত, অব্যভিচারি, অনৌপাধিক সম্পর্ক। কিন্তু হেতু যদি অনৌপাধিক না হয়ে উপাধিযুক্ত হয়, তাহলে আদৌ ব্যাপ্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। ব্যাপ্তিজ্ঞানাভাবে ব্যাপ্তিবিশিষ্ট পক্ষধর্মতাজ্ঞান(পরামর্শ)ও হবে না। ফলে অনুমিতিও সম্ভব নয়। এখন অন্নংভট্ট সম্মত উপাধির লক্ষণ তথা প্রকারভেদগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে।

তর্কসংগ্রহে প্রদত্ত বিভিন্ন প্রকার হেত্বাভাস

- উপাধির লক্ষণ দিতে গিয়ে অন্নংভট্ট তাঁর তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে বলেন, 'সাধ্যব্যাপকত্বে সতি সাধনাব্যাপকত্বমুপাধিঃ' অর্থাৎ যে পদার্থ সাধ্যের ব্যাপক কিন্তু সাধন বা হেতুর অব্যাপক তাকে উপাধি বলে। যেমন 'পর্বতঃ ধূমবান্ বহ্নেঃ' এই অনুমিতির পক্ষ হল পর্বত, ধূমত্ব হল সাধ্য, বহ্নিত্ব হল হেতু এবং আর্দ্রইন্ধন হল উপাধি। আর্দ্রইন্ধন উপাধি, কারণ ইহা এই অনুমিতির যে সাধ্য 'ধূমত্ব' তার ব্যাপক হয়, যেহেতু আর্দ্রইন্ধন সংযোগ ব্যতীত ধূম উৎপন্নই হয় না। ফলে যেখানে যেখানে ধূম থাকে সেখানে সেখানে আর্দ্রইন্ধন সংযোগ থাকে। (যেখানে যেখানে সাধ্য থাকে সেখানে সেখানে যে থাকে যার অভাব কখনো থাকে না, তা সাধ্য ব্যাপক)। আর্দ্রইন্ধন সংযোগও তাই। আবার আর্দ্রইন্ধন সংযোগ হেতু বহ্নিত্বের অব্যাপক। কারণ যেখানে যেখানে বহ্নি থাকে সেখানে সেখানে আর্দ্রইন্ধন সংযোগ থাকে না। যেমন উত্তপ্ত লৌহ শলাকা। ফলে আর্দ্রইন্ধন সংযোগ উপাধি। অন্নংভট্টের মতে এই উপাধি চার প্রকার। (১) কেবল সাধ্যব্যাপক, (২) পক্ষধর্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যব্যাপক, (৩)সাধনাবচ্ছিন্ন সাধ্যব্যাপক এবং (৪) উদাসীন ধর্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যব্যাপক।

তর্কসংগ্রহে প্রদত্ত বিভিন্ন প্রকার হেত্বাভাস

- (১) কেবল সাধ্যব্যাপক :- যে পদার্থটি কেবল সাধ্যতাবচ্ছেদক ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপক কিন্তু হেতুর অব্যাপক তাকে কেবল সাধ্যব্যাপক উপাধি বলে। যেমন 'পর্বতঃ ধূমবান্ বহ্নেঃ' - এই অনুমিতির উপাধি হল আর্দ্রইন্ধন সংযোগ। ইহা সাধ্যতাবচ্ছেদক ধূমত্বের দ্বারা অবচ্ছিন্ন ধূমের(সাধ্যের) ব্যাপক, অন্য কোন ধর্মের দ্বারা অবচ্ছিন্ন সাধ্যের ব্যাপক নয়। আর ইহা যে হেতুর অব্যাপক তা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। তাই আর্দ্রইন্ধন সংযোগ পদার্থটি কেবল সাধ্যব্যাপক উপাধি।

তর্কসংগ্রহে প্রদত্ত বিভিন্ন প্রকার হেত্বাভাস

- (২) পক্ষধর্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যব্যাপক :- যখন কোন অনুমিতির উপাধি হিসাবে গৃহীত পদার্থটি সাধ্যের ব্যাপক হয় না, কিন্তু যদি ঐ অনুমিতির পক্ষের একটি ধর্মকে সাধ্যের বিশেষণ রূপে যোগ করা হয়, তখন সেই বিশিষ্ট সাধ্যের ব্যাপক হয়, তখন ঐ উপাধিকে পক্ষধর্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যব্যাপক উপাধি বলে। যেমন 'বায়ুঃ প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষস্পর্শাশ্রয়ত্বাৎ' - এই অনুমিতির 'উদ্ভূতরূপবত্ত্ব' হল উপাধি। এখন এই উপাধিটি কেবল প্রত্যক্ষত্বরূপ সাধ্যের ব্যাপক হয় না। কারণ যেখানে যেখানে প্রত্যক্ষত্ব সেখানে সেখানে উদ্ভূতরূপবত্ত্ব থাকে না। যেহেতু আত্মাতে প্রত্যক্ষত্ব থাকলেও উদ্ভূতরূপবত্ত্ব থাকে না। এখন এই অনুমিতির যা পক্ষ তার একটি ধর্ম 'বহির্দ্রব্যত্বকে' যদি সাধ্যের বিশেষণ রূপে যোগ করা হয় তাহলে উপাধিটি ঐ বিশিষ্ট সাধ্যের ব্যাপক হবে। অর্থাৎ যেখানে যেখানে বহির্দ্রব্যত্বাবচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষত্ব আছে বা আত্মাভিন্ন দ্রব্যত্বের দ্বারা অবচ্ছিন্ন প্রত্যক্ষত্ব আছে সেখানে সেখানে উদ্ভূতরূপবত্ত্ব আছে। আবার এই পদার্থটি হেতু প্রত্যক্ষস্পর্শাশ্রয়ত্বের অব্যাপক হয়। কারণ এমনটি বলা যাবে না যে, যেখানে যেখানে প্রত্যক্ষস্পর্শাশ্রয়ত্ব আছে সেখানে সেখানে উদ্ভূতরূপবত্ত্ব আছে। যেহেতু বায়ুর প্রত্যক্ষস্পর্শাশ্রয়ত্ব থাকলেও উদ্ভূতরূপবত্ত্ব থাকে না। তাই 'উদ্ভূতরূপবত্ত্ব' পদার্থটি এখানে পক্ষধর্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যব্যাপক উপাধি।

তর্কসংগ্রহে প্রদত্ত বিভিন্ন প্রকার হেত্বাভাস

- (৩) সাধনাবচ্ছিন্ন সাধ্যব্যাপক :- যখন কোন উপাধি ঐ অনুমানে ব্যবহৃত কেবল সাধ্যের ব্যাপক হয় না অথচ ঐ অনুমানের সাধন বা হেতুর একটি ধর্মকে সাধ্যের বিশেষণ হিসাবে যোগ করলে উপাধিটি ঐ বিশিষ্ট সাধ্যের ব্যাপক হয়, তখন ঐ উপাধিকে সাধনাবচ্ছিন্ন সাধ্যব্যাপক উপাধি বলে। যেমন 'প্রাগভাবঃ বিনাশী জন্যত্বাৎ' - এই অনুমিতির 'ভাবত্ব' উপাধিটি কেবল বিনাশীত্বরূপ সাধ্যের ব্যাপক হয় না, কারণ প্রাগভাবে বিনাশিত্ব থাকলেও ভাবত্ব থাকে না। অথচ যদি সাধন বা হেতুর একটি ধর্ম (জন্যত্ব)কে সাধ্যের বিশেষণরূপে যোগ করা হয় তাহলে 'ভাবত্ব'রূপ উপাধিটি সাধ্যের ব্যাপক হয়। কারণ তখন যেখানে যেখানে জন্যত্বাবচ্ছিন্ন বিনাশিত্ব আছে সেখানে সেখানে ভাবত্ব আছে - এটি বলা যাবে। প্রাগভাব বিনাশী হলেও জন্য বা উৎপন্ন পদার্থ নয়। আবার জন্যত্ব হেতু বা সাধনের ধর্মও বটে। উপাধিটি উক্ত অনুমিতিতে ব্যবহৃত হেতুর অব্যাপক। কারণ যেখানে যেখানে জন্যত্ব আছে সেখানে সেখানে ভাবত্ব আছে - এমন বলা যায় না। যেহেতু ধ্বংসাভাবে জন্যত্ব (অর্থাৎ ধ্বংসাভাব উৎপন্ন হলেও) থাকলেও ভাবত্ব থাকে না। তাই বলা যায় এই অনুমিতিতে'ভাবত্ব' হল সাধনাবচ্ছিন্ন সাধ্যব্যাপক উপাধি।

তর্কসংগ্রহে প্রদত্ত বিভিন্ন প্রকার হেত্বাভাস

(৪) উদাসীন ধর্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যব্যাপক :- যখন কোন অনুমিতিতে উল্লিখিত উপাধিটি কেবল সাধ্যের ব্যাপক হয় না, আবার পক্ষ বা হেতুর কোন ধর্মকে সাধ্যের বিশেষণ রূপে যোগ করলেও তা সাধ্য ব্যাপক হয় না অথচ এমন একটি ধর্ম যা পক্ষ বা হেতু অতিরিক্ত একটি ধর্ম যাকে সাধ্যের বিশেষণ রূপে যোগ করলে তবে উপাধিটি ঐ বিশিষ্ট সাধ্যের ব্যাপক হয় তাকে উদাসীন ধর্মাবচ্ছিন্ন সাধ্যব্যাপক উপাধি বলে। যেমন 'প্রাগভাব বিনাশী প্রমেয়ত্বাৎ' এই অনুমিতিরও 'ভাবত্ব' হল উপাধি। কিন্তু এই উপাধিটি কেবল বিনাশীত্বরূপ সাধ্যের ব্যাপক হয় না। কারণ যেখানে বিনাশীত্ব আছে সেখানে ভাবত্ব আছে এমনটি যে বলা যায় না, তা পূর্বের উপাধির আলোচনায় আমরা দেখেছি। কিন্তু সাধ্যের সহিত যদি বিনাশীত্বকে বিশেষণ হিসাবে যোগ করা হয় তাহলে উপাধিটি যে ঐ বিশিষ্ট সাধ্যের ব্যাপক হবে তাও আমরা পূর্বের আলোচনাতে দেখেছি। এখন 'জন্যত্ব' বিশেষণটিকে পক্ষ বা হেতুর ধর্মও বলা যাবে না। ইহা পক্ষ বা হেতু অতিরিক্ত একটি ধর্ম। আবার উপাধিটি সাধন বা হেতুরও অব্যাপক বলা যায়। কারণ যেখানে যেখানে প্রমেয়ত্ব আছে সেখানে সেখানে ভাবত্ব আছে - এমন বলা যায় না। যেহেতু প্রাগভাবে প্রমেয়ত্ব থাকলে ভাবত্ব থাকে না। তাই 'ভাবত্ব'রূপ উপাধিটি উক্ত চতুর্থ প্রকার উপাধি।

তর্কসংগ্রহে প্রদত্ত বিভিন্ন প্রকার হেত্বাভাস

- **বাধিত হেত্বাভাস :-** নৈয়ায়িক স্বীকৃত সর্বশেষ হেত্বাভাসের লক্ষণ দিতে গিয়ে অন্নংভট্ট তাঁর তর্কসংগ্রহ গ্রন্থে বলেন, 'যস্য সাধ্যাভাবঃ প্রমাণান্তরেণ নিশ্চিতঃ স বাধিতঃ'। অর্থাৎ যে হেতুর সাধ্যের অভাব অনুমান প্রমাণ ছাড়া অন্য কোন বলবত্তর প্রমাণ দ্বারা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়, সেই হেতু বাধিত হেত্বাভাস। যেমন 'বহ্নিঃ অনুষ্ণঃ দ্রব্যত্বাৎ' - এই অনুমিতিতে দ্রব্যত্ব হেতুর সাধ্যাভাব উষ্ণত্ব বলবত্তর প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়। তাই দ্রব্যত্ব হেতুটি বাধিত হেত্বাভাস। এই জাতীয় হেত্বাভাস সাক্ষাৎভাবে অনুমিতির প্রতিবন্ধক হয়।

অধ্যাপক বিবেকানন্দ সাউ
দর্শন বিভাগ
বিদ্যানগর কলেজ